ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩০৫

আগরতলা,২২ এপ্রিল,২০১৮

আগামী ৩ বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে
শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলব ঃ মুখ্যমন্ত্রী

প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরাকে নতুন দিশা দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। গতকাল উত্তর বনমালীপুরস্থিত ইয়ংস কর্ণার ক্লাবের পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি ও গড়িয়া উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এই কথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, বিজু উৎসব, গড়িয়া উৎসব, বিহু উৎসব কিংবা পয়লা বৈশাখ সব উৎসবেরই মূল বিষয় হল নতুন বছরে নতুন দিশা। নতুন ভাবনা নিয়ে বৈভবশালী গ্রাম, বৈভবশালী সমাজ, রাজ্য ও দেশ গড়ার জন্য প্রার্থনা করা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা সবাই সৌভাগ্যশালী যে আমরা এমন ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছি যা মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর আশীর্বাদ ধন্য পূণ্যভূমি। আমাদের এই রাজ্য রাবার, বাঁশ, আনারস, কমলালেবু, চা-পাতা, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। তিনি বলেন, সম্প্রতি দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রধান সচিবের সাথে সাক্ষাৎকারকালে আমি তাঁকে বলেছি, প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আগামী তিন বছরের মধ্যে এ রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলবো। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এরাজ্যের ভূ-অভ্যন্তরে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস। উৎপাদিত হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ। যে রাজ্যের পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে সে রাজ্য কখনও পিছিয়ে পড়তে পারে না। কিন্তু বিগত সরকারের ২৫ বছরের শাসনকালে সুনির্দিষ্ট ভাবনা, দিশা ও স্বপ্ন ছিল না। পরিকল্পনা রূপায়ণ, তদারকি ও যথাযথ সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করার মানসিকতাও ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্র নির্মানের ক্ষেত্রে এগুলিই হচ্ছে মূল কথা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ রাজ্যের মাটিতে বিখ্যাত ক্যুইন প্রজাতির আনারসের ফলন হয়। বিখ্যাত এই আনারসকে দেশ ও বিদেশের বাজারে বাজারজাত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, কৃষি ও উদ্যাণ দপ্তর এবং বন দপ্তরকে আরও বেশি

করে আনারস ও বাঁশ চাষের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আনারস ও বাঁশ প্রভৃতির চাষ করে খুব কম সময়ে ফলন পাওয়া যায় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

***২য় পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী নিজের দিশায় যে গতি নিয়ে জনতার কল্যাণে কাজ করে চলেছেন, একে একে জনকল্যাণকর যোজনা রূপায়ণ করছেন, তার ফলে গরিব জনগণ এইসব যোজনা যেমন-প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্বলা যোজনা, সৌভাগ্য যোজনা, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা প্রভৃতির মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়া মহিলাদের সুরক্ষা, শিশুদের সুরক্ষার জন্য তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আমরা এজন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে মানুষ গতিশীলতার প্রতিই বেশী আকৃষ্ট, যার কাছে গতি আছে সে দুনিয়া জিতে নেয়, যার গতি নেই সে তা পারে না। আমি চাইছি প্রত্যেকটি ত্রিপুরাবাসীর মধ্যে সেই গতিশীলতা নিয়ে আসতে। মা-যেরকম চায় তাঁর ছেলে-মেয়েরা প্রতিষ্ঠিত হোক, বৈভবশালী হোক, তেমন ঠিক গড়িয়া বাবাও চায় এরাজ্যের মানুষ সমৃদ্ধশালী হোক ও প্রতিষ্ঠিত হোক। এই সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে। তিনি বলেন, বিজেপি-আই পি এফ টি সরকার জনতার সরকার। এই সরকার সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করবে। আমাদের প্রয়োজন কর্মসংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনা। যে যেই জায়গায় যে কাজে যুক্ত আছেন, তাদের সবাইকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কাউন্সিলার হিমানী দেববর্মা ও এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ব্যক্তিত্ব এবং বরিষ্ঠ নাগরিক বৃন্দ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও পাগড়ি পরিয়ে বরণ করেন ইয়ংস কর্ণার ক্লাবের সভাপতি এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি মধুসূদন দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ রাখেন ক্লাবের সম্পাদক ভাস্কর সাহা। অনুষ্ঠানে ইয়ংস কর্ণার ক্লাবের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দশ হাজার এক টাকার চেক এবং এ এলাকার বাসিন্দা বর্তমানে বিদেশে কর্মরত বিজ্ঞানী ড: পার্থ প্রতিম ঘোষ, ঋতুপর্ণ পাল, বোধিসত্ব পাল ও সমীক চক্রবর্তীর পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করা হয়। অনুষ্ঠানে বীরচন্দ্রমনুর বিশিষ্ট হজাগিরি নৃত্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন।

****